R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৫৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অল্পব্যয়ে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
১২ই জানুয়ারী, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

জঙ্গিপুর পুরসভায় সারভিস বই নিয়ে চাঞ্চল্যকর কেচ্ছা

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় সারভিস বই কেলেংকারীর খবর ধামাচাপা দেওয়ার দীর্ঘ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার জনৈক প্রতিবেদকের মাসাধিককালের প্রচেষ্টায় চাঞ্চল্যকর এই কেলেংকারীর বহু তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। সাতাত্তর সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে সরকারী পে-কমিটির সুবিধা নিতেই অফিস কর্মচারীদের বেশ কিছু সারভিস বই কাটা ছেঁড়া করে সুকৌশলে পুরসভার বেশ কিছু কর্মচারীর বয়স কমানো বা যোগ্যতা বাড়ানো হয়েছে। ৭ জন কর্মচারীর পুরোনো সারভিস বই তালাবন্ধ আলমারী থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে। এই ঘটনা ঘটেছে ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটারজির বোর্ডকে সরিয়ে সরকার মনোনীত বোর্ড ক্ষমতায় আসার মুহূর্তে। এর ফলে রাজ্য সরকারকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা গুণাগার দিতে হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় পুরসভায় হরিজন ও কার্ট মোহরারদের প্রায় ৭৩ জন কর্মচারীর জন্য নতুন করে যে সারভিস বই তৈরী করা হবে তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুযোগ করে দিয়ে চাকরীর মেয়াদ বৃদ্ধির দাবী উঠেছে। এতদিন পুরসভায় ৩৮ জন অফিস কর্মচারীর জন্য সারভিস বই ছিল। এই বইগুলি রাখা ছিল হেড ক্লার্কের কাছে। মাঝে মধ্যে এই বইগুলিতে লেখাজোখার কাজ করতেন এক কেরাণী। অভিযোগ সর্বপ্রথম ঐ কেরাণীই তাঁর সারভিস বইয়ের জন্ম সাল '1940'

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সি পি এমে ধস, ছোঁয়া আর এস পিতেও

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : ধুলিয়ানে সি পি এম থেকে ব্যাপক দলত্যাগের খবর নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যখন জল্পনা চলেছে, ঠিক তখনই সুতিতে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক আর এস পিতেও ধস নেমেছে। এক স্থানীয় নেতার স্বেচ্ছাচার ও ক্রমাগত দুর্নীতিকে জেলা নেতৃত্বের প্রশ্রয় দানেই এই ধসের কারণ। আর এস পি থেকে দলত্যাগীদের মধ্যে জেলা পরিষদ সদস্য তুষারকান্তি ঘোষও রয়েছেন। ৫ জানুয়ারী বহুতালীতে এক সভায় ঐ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত আর এস পি কর্মীই দলত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। সুতি পঞ্চায়েত সমিতি সম্পর্কে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্নীতির অভিযোগগুলিকে জেলা আর এস পি নেতারা পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে বিক্ষুব্ধ দলত্যাগীদের অভিযোগ। এতদিন বহুতালী অঞ্চল ছিল আর এস পি'র দুর্গ। জানা গেছে, সুতীর আরও কয়েকজন প্রথম সারির আর এস পি নেতা পঞ্চায়েত নির্বাচনের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টায়ারের আমদানী রহস্যজনক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত এক মাস থেকে রঘুনাথগঞ্জ শহরে হঠাৎ ব্যাপকভাবে টায়ার-টিউবের আমদানী বেড়ে যাওয়ায় তা অনেকেরই নজর কেড়েছে। জানা গেছে, ঐ সব টায়ার-টিউব বাংলাদেশে চোরাচালান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কয়েকজন সাইকেল ব্যবসায়ী চোরাপথে তা আমদানী করছেন। এগুলির অধিকাংশরই কোন বৈধ কাগজ-পত্র নেই। এ সব টায়ার-টিউব কোথা থেকে, কিভাবে আসছে তা রহস্যজনক। একদল চোরাচালানদার মারফৎ এগুলি নিয়মিত বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

অন্তর্দ্বন্দ্বে সি পি এম প্রধানের ইস্তফা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহু অভিযোগে অভিযুক্ত সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম প্রধান মহঃ বদরুদ্দোজা অবশেষে পদত্যাগ করেছেন। ১৯ সদস্যের গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৬ জনই ছিলেন সি পি এম দলভুক্ত। তবু দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই তাঁকে সরে যেতে হল। অন্যতম সদস্য আবদুস সাত্তারের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে তাঁর বিরোধ চলছিল। সি পি এম জেলা নেতৃত্ব বিরোধ মেটানোর বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এবং শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দোজাকে প্রধান পদ ছাড়তে হয়েছে ১৯ ডিসেম্বর। হরহরি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৭৭-৭৮ সালে দুটি কিস্তিতে সমিতির ২৫৩ জন অংশীদারের অজ্ঞাতসারে ঋণ বাবদ প্রায় ১'৫৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ঘটনায় মহঃ বদরুদ্দোজা জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ বহু দিনের। পরে ১৬১ জনের তরফে ৫৭ হাজার টাকা তিনি ৯ ও ১৯ মারচ (৮০) পরিশোধ করেছেন। অবশিষ্ট ৮৫ জনের টাকা নাকি পরে চাপে পড়ে পরিশোধ করা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সাগরদীঘি সি পি এমের কোন কোন নেতাও জড়িত ছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোনে নৈরাজ্যের দায় যন্ত্র ও কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোনে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য কর্মচারীরা দায়ী' একথা দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে সমস্ত দায় দায়িত্ব টেলিফোন কর্তৃপক্ষ ও বহরমপুর এ্যাকাউন্টস অফিসের। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই রঘুনাথগঞ্জের শতাধিক টেলিফোন গ্রাহককে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানা গেছে। মুরশিদাবাদ জেলায় ট্রাংককলের জন্য প্রতিটি এক্সচেঞ্জকেই ধুলিয়ান ও বহরমপুরের উপর নির্ভর করতে হয়। রঘুনাথগঞ্জ এক্সচেঞ্জে কয়েক বছর আগে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সি বি সিগন্যালিং সিষ্টেম চালু করা হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি মাসও সেটিকে ঠিকভাবে চালানো যায়নি। প্রস্তাব ছিল রঘুনাথগঞ্জ এক্সচেঞ্জে একটি এস এল ওডি এবং এম এল ওডি সিষ্টেম চালু করার। কিন্তু বহু আবেদন নিবেদনেও সে প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হয়নি। একইভাবে উপেক্ষিত রয়েছে 'অটো রিংগার' সিষ্টেম চালুর প্রস্তাবটিও। বর্তমানে লোকাল সারভিসের ক্ষেত্রে জেনারেটিং সিষ্টেম চালুর প্রস্তাবটিও। এক্সচেঞ্জের বর্তমান জেনারেটারটি পেট্রল ও ডিজেলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় সারভিস ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া এক্সচেঞ্জের ১৫ জোড়া কডের মধ্যে ৮ জোড়াই অকেজো। বার বার বলেও টেলিফোন কর্তৃপক্ষ ঐ কড পরিবর্তনের ব্যবস্থা না করায় টেলিফোনিক কথাবার্তা গ্রাহকেরা ঠিক মত শুনতে পাচ্ছেন না। এর ফলে এক্সচেঞ্জ কর্মীদের নানা ক্ষেত্রে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হচ্ছে। এদিকে টেলিফোন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ম্যালেরিয়ার কবলে ৪৮১

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমাতে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ ফের বেড়েছে। সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ম্যালেরিয়া-রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সাধারণতঃ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এই রোগের কবলে পড়ছে। এই বছর ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা ৪৮১ জন। স্বাস্থ্য বিভাগ ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ডি ডি টি ছড়ালেও তাতে শেষ রক্ষা হচ্ছে না।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৯ সাল

॥ পঞ্চম-তান ॥

আমাদের পত্রিকার গত ৫ই জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত ৫ম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্ত্তির সমস্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে সকলকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিবে। জঙ্গিপুর পুরএলাকার অবস্থা সম্মুখে রাখিয়া বিষয়টির পর্যালোচনা করা যাইতেছে। পুরএলাকার প্রায় ১১শত ছাত্র-ছাত্রী যাহারা পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা কোথায় পড়িতে পাইবে, ভাবিবার কথা। ৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলিতেই পঞ্চম শ্রেণী খুলিবার উপায় নাই বলিয়া প্রতিবেদক মন্তব্য করিয়াছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দু'একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট প্রায় সাত-শত আসন হইতে পারে। কিন্তু বাকীরা যাইবে কোথায়?

পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমোশনের ব্যবস্থা থাকিলে নিশ্চয়ই সংখ্যা কিছু কমিত। তাহা যখন হয় নাই তখন পুরএলাকার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী চালু করিবার ব্যবস্থা করিতে অবশ্যই বেশ কিছুটা সময় লাগিবে। ততদিন হয় পড়াশুনা বন্ধ হইবে, না হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে দুই শিফটে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই পরিস্থিতিতে আর একটি সমস্যা হাজির হইয়াছে। আমরা রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের স্থান অসঙ্কুলান হওয়ার কথা, বহুবার লিখিয়াছি। এই বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের আশু প্রয়োজন—তাহা একাধিকবার মন্তব্য করিয়াছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু হইল না। ফলে ছাত্র ভর্ত্তির ব্যাপারে পরীক্ষা লওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এখানে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা একটু চেষ্টা করিলে বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হইতে পারে। আর যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রদের বিফল মনোরথ হইতে হইবে।

যাহা হউক, পুরএলাকাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলিতে যদি অতি সত্বর স্থান সঙ্কুলান করিয়া দেওয়া যায়, তবে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা নিশ্চিন্তে পড়াশুনার সুযোগ পাইবে। আমরা অবশ্যই আশা করিব যে, পুরকর্তৃপক্ষ এবং সরকার পক্ষ তড়িঘড়ি এই সমস্যার মোকাবিলা করিবেন।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কন্‌ভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ : ১৬ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির উদ্যোগে এক কন্‌ভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এই কন্‌ভেনশনে যোগ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হরগোপাল চট্টরাজ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন উক্ত সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা গীতা সেনগুপ্তা। শিক্ষানীতি, ভাষানীতি, পে-কমিশনের অসামঞ্জস্য ও অসম্পূর্ণতা, বৈষম্যমূলক বাড়ী ভাড়া অবসরকালীন বয়ঃসীমা, সরকারী পুস্তক সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর জেলা সম্পাদক প্রমথেশ মুখার্জীর বক্তব্য উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সভায় জোনাল কমিটির সম্পাদক ধীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষক মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য শিক্ষকগণ বক্তব্য রাখেন।

দক্ষিণাবায়

দুর্ম্মুখ

বাংলায় একটা চলতি কথা আছে, বামুন বাদল বান, দখিণা পেলেই যান্। অর্থাৎ দক্ষিণা পেলেই বামুন বিদায় নেয়। বাদলের মেঘ সরে পড়ে। বানের প্রকোপ যায় কমে। ভারতের নীল গগনের সুন্দর প্রকৃতিতে ভরা ইন্দিরা বন্যার প্রাবল্যের মধ্যে তাই সহসা এই দখিণা বাতাসও কি সেই শেষের দিনের ইঙ্গিত বহন করছে? দক্ষিণাঞ্চলে প্রবল আঞ্চলিকতাবাদ বহু পূর্বেই দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগাম রূপে উত্তরের প্রাধান্যকে অস্বীকার করে জয়লাভ করেছে আবার অন্ধ্রে রূপনিল ঘোর অমানিশার অন্ধকারের মত আর এক আঞ্চলিক শক্তি তেলেগু দেশম্। তেলেগু দেশমের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মহীরাবণের সদ্যজাত পুত্র অহীরাবণের মতই জন্ম-লগ্নেই যুদ্ধে পরাভূত করলো উত্তরাঞ্চলের সর্ব্বশক্তিমান কংগ্রেস (ই) দলকে। মুছে দিল কংগ্রেস (ই) এর নাম অন্ধ্র থেকে। যে তেলেঙ্গানার বীর কৃষকেরা একদিন মার্কসবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে রক্তাক্ত তেলেঙ্গানার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তারাও আজ আঞ্চলিক শক্তির এই অভ্যুদয়ের কাছে মাথা বিকিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। কর্ণাটকেও প্রায় সেই ভাবেই আঞ্চলিক এক অনামী দল ক্রান্তি রঙের বিজয় রথ অপ্রতিহত গতি না হলেও গতিশীল হয়ে উঠেছে। তার উপর এই দক্ষিণী হাওয়া উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে উত্তরাঞ্চলের জাঠ কৃষক নেতা চরণ সিংকে। পাঞ্জাবে অকালি নেতারাও নিশ্চয়ই এর দ্বারা আরও উদ্বেলিত হয়ে উঠবেই। "খালিস্থান" আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবেই এই আঞ্চলিক অভ্যুদয়ের স্পর্শে। আশান্বিত হয়ে উঠবে আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা, ত্রিপুরা উপজাতিরা, নাগা মণিপুর প্রভৃতির উপজাতিরা এমনকি ঝাড়খণ্ডিরাও এর দ্বারা প্রবলভাবে নিজেদিকে সংগঠিত করলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। আরও দেখা যাবে এই উৎসাহে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে গুরখা লীগ প্রভৃতি। মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া অঞ্চলে যে ছোট্ট এক টুকরো নতুন কাল মেঘ জমছে চাঁই জাতীদের কেন্দ্র করে যা এখনও কারো নজরে পড়ছে না তাও হয়তো একদিন পূর্বাঞ্চলের এদিকে ঝড়ো হাওয়া বহিয়ে দেবে। এর মধ্যেই তাদের পরিচিতি পত্র 'পরিচয়'এ তারা তো লিখেছে তারাই হলো বাংলার এ অঞ্চলে আদি ব্রাহ্মণ। যে ৭৫০ ঘর আদি ব্রাহ্মণকে মহারাজ আদিশূর ও বল্লালসেন জাতিচ্যুত করেছিলেন তাঁরাই নাকি চাঁই অর্থাৎ মণ্ডল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আর সকলেই আদি শূদ্র বল্লালসেন কর্ত্তৃক আনীত বহিরাগত কিছু জাতির রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তান অর্থাৎ বিদেশী। অবশ্য এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এদের দাবী হলো চাঁইদের স্বাতন্ত্র মেনে নিতে হবে, চাঁই ভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে (যে ভাষার কোন লিপি আজও নাই সেই ভাষায় বিদ্যালয় খুলতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে হবে। চাকুরী ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এরাও আজ সংগঠিত হয়ে দিকে দিকে মিলিত হচ্ছে প্রাদেশিক স্তরে সংগঠন তৈরী করেছে। রাজনৈতিক দলগুলিও ভোটের দিকে তাকিয়ে ফায়দা তোলার আশায় এদের অনৈতিহাসিক দাবীগুলিকে না খতিয়ে দেখেই সকল প্রকার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অর্থাৎ দখিণা হাওয়ার মত পূর্ব অঞ্চলেও দিকে দিকে আঞ্চলিকতাবাদের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষ কোনদিনও জাতীয়তাবাদের সংগঠিত কোন আওতায় ছিল না। বহু ভাষা, বহু বহু রীতি-নীতি, বহু জাতি-প্রজাতি ও আঞ্চলিক ধারা ভারতবর্ষকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে রেখেছিল। ইংরাজ শাসন সেই অবস্থাটাকে সুকঠোর ঐক্য বন্ধনে বন্ধন করে ভারত রাষ্ট্রটিয়ার সৃষ্টি করে। এই বৃটিশরাজ শক্তির শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতেই ধীরে ধীরে বিপ্লবী গণশক্তি জাগরিত হয়ে সমগ্র ভারতে একক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে 'জাতীয় কংগ্রেস' দলের নেতৃত্বে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েকটি বছরের মধ্যেই নেতৃত্বের চরম বোকামী বা ক্ষমতা-লোলুপতা আজকের এই চরম সর্ব্বনাশের দিনকে স্বাগত জানিয়েছে। তাই আবার সেই একজাতীয় বন্ধন শক্তি দুর্ব্বল হয়ে ধীরে ধীরে পূর্ব্বতন অবস্থায় ফিরে যেতে সচেষ্ট। এই অবস্থা যদি রোধ করা না যায় তবে বিশাল এই ভারতবর্ষ আঞ্চলিকতাবাদের শিকার হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নিজের বিশাল শক্তিকেই খর্ব্ব করবে। আবার দুর্যোগের ঘন মেঘে ছেয়ে আসবে ভারতবর্ষের আকাশ। নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় প্রকৃতি ধূলিধুসরিত হয়ে দুর্যোগকে ত্বরান্বিত করবে। তার দুঃখময় ফল ভোগ করতে হবে আমাদেরই উত্তর পুরুষ দিকে। আবার শুরু হবে সেই প্রাগ প্রায়শ্চিত্তের ঘন অন্ধকার দিন। একতাবদ্ধতা, ঐক্য বিনষ্ট হলে আমরা কেউই রক্ষা পাবো না। জয়চাঁদ পৃথ্বিরাজের মত একে একে সবাই শেষ হয়ে যাবো। আমাদের অবস্থা হবে 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে'র মতো। অতএব দক্ষিণাবায়ের বিজয় অভিযান দেখে আমাদের সাবধান হবার দিন এসেছে। ইন্দিরা কংগ্রেস হারছে অতএব উল্লাসকর, এ মনে করলে ছারপোকা মারতে আগুন দিয়ে বিছানা পোড়ানোই হবে। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী। বরং এমন পন্থা আজ আবিষ্কার করতে হবে এমন ভাবের হাওয়া বওয়াতে হবে যাতে আমরা সব কিছু ভুলে মনে করতে পারি আমরা ভারতবাসী, ভারতবর্ষই আমাদের দেশ। আমরা তামিল, কাজাগাম, তেলেগু, চাঁই, সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাঙ্গালী, গুর্খা, আসামী সবই কিন্তু সবার উপরে হলো আমাদের অখণ্ড যে সত্তা তা ভারতীয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৮ ও ৯ জানুয়ারী স্থানীয় ফাঁসিতলা সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে দু'রাত্রি নাটক ও যাত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রথম রাত্রির 'নানা রঙের দিন' ও 'ছেঁড়া তমসুক' এবং দ্বিতীয় রাত্রি 'জীবন্ত শয়তান' পালায় পীতাম্বর, ভবানন্দ, কতলু খাঁ, আসানুল্লা, রত্নদেব, ভাস্করদেব ও জালাল খাঁর অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দেয়।

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি বহরমপুরে অনুষ্ঠিত জেলাব্যাপী আবৃত্তি, তর্ক-বিতর্ক ও স্মৃতি প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগেই মির্জাপুরের দীপককুমার পাল প্রথম স্থান অর্জন করেন।

মিনিকীটে দুর্নীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে গমের মিনিকীট বণ্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কৃষি বিভাগ প্রধানদের তৈরী মত মিনিকীটের যে টোকেন বিলি করেছেন তার অধিকাংশরই কোন জমি-জমা নেই। বাইরের বাজারে তারা প্রাপ্ত গম ও সার বিক্রী করে দিয়েছেন। মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত মিনিকীট বণ্টনে যে তালিকা তৈরী করেন পরে তাতে বহু নাম কেটে দিয়ে দলীয় সমর্থকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ নিয়ে বহু চাষীকে অযথা হয়রাণ হতে হয়েছে বলে অভিযোগ।

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্রাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

ফোন নং : ২৬২
চৌধুরী ভাই
১৮, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
॥ চার্চের মোড় ॥
গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।
চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রথ চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফান—১৬

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শিশুর কল্যাণ
নারীর সম্মান
দেশের উত্থান

চারা গাছ একদিন হয়ে ওঠে উপবন
আজকের শৈশব কালকের যৌবন
শিশুই দেশের কর্ণধার
এর কাঁধে রয়েছে ভবিষ্যতের ভার

নতুন বিশ দফা কর্মসূচীতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য সুসংহত শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
মা শুধু যে শিশুর জননী তাই নয়, তার প্রথম শিক্ষাদাত্রীও বটে। তাঁরাই দেশকে সত্যিকারের গড়ে তোলেন। নারী ও শিশুর কল্যাণের ওপরেই নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি। তাই শিশু কল্যাণ ও নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই কার্যসূচীকে নতুন জীবন দেওয়া হচ্ছে।

বালকের পুষ্টি আহার
যখন হয় সীমিত পরিবার।

davp 82/418

বিস্তৃতভাবে জানতে হলে নিম্নলিখিত এই কুপন ব্যবহার করুন।

শ্রী ডি এল ঘোষাল
অ্যাসিস্টেণ্ট ডিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার
রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেণ্টার
ডি. এ. ভি. পি.
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০৭৩

● আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম.....
ঠিকানা.....
.....পিন.....

নতুন 20 দফা কর্মসূচী

চাঞ্চল্যকর কেচ্ছা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(১৯৪০) এর '০'-এর নীচে কৌশলে আর একটি '০' বসিয়ে '1948' করে বয়স ৮ বছর কমিয়ে নেন। কিছু কর্মচারীর কাছে এই ঘটনা ধরা পড়ে বসানো '০'র কালির পার্থক্য দেখে। ঐ জালিয়াতি ধামাচাপা দিতে ঐ কর্মচারীদেরও নাকি সুযোগ দেওয়া হয়। এই সময় ৭টি সারভিস বই রহস্যজনকভাবে বেপাত্তা হয়। এই বেপাত্তা হওয়ার খবর আজ পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ থানায় জানানো হয়নি বা কোন ডাইরীও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বাকী সারভিস বইগুলিতে ব্যাপক-ভাবে কাটাছেঁড়া করা হয়। এই কাটাছেঁড়ার ফলে ২৮ বছর ধরে চাকরি করার পর এক কর্মচারীর সারভিস বই অনুযায়ী বর্তমান বয়স দাঁড়িয়েছে ৩০ বছর। অর্থাৎ তার হিসেবে মাত্র ২ বছর বয়সে সে জঙ্গিপুর পুরসভার চাকরিতে যোগ দেয়। অন্য এক কর্মচারীর কলেজে পড়ুয়া ছেলের বয়স যখন ২৪ বছর ঠিক তখনই সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটির সারভিস বই অনুসারে বয়স দাঁড়িয়েছে ৩৫ বছর। অবিশ্বাস্য হলেও অংকের হিসেবে ঐ কর্মচারীটি ১১ বছরে পিতৃত্ব অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন বলে দেখা যাচ্ছে। এক মহিলা কর্মচারীর ছেলে বর্তমানে পুলিশ বিভাগে কর্মরত। ঐ মহিলা কর্মচারী ২য় বার পাণিগ্রহণের সময় এ ফি ডে ভি ট করে বয়সের স্বীকারোক্তি দিয়ে যে সারভিস বই তৈরী করেন, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তাঁর বয়সের সঙ্গে তাঁর ছেলের বয়সের কোন তারতম্যই নেই। এদিকে বেশ কিছু কর্মচারী পুনরায় সারভিস বই তৈরীর জন্য উঠে পেড়ে লেগেছেন। পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট অনুযায়ী পুরোনো সারভিস বইতে তাদের বয়স সংক্রান্ত যে সব কাগজ-পত্র ছিল তা নাকি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাঁরা পুরসভার কাছে বিবৃতি দিয়েছেন যে, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে '৭২ সালে আগুন লাগায় বহু কাগজ-পত্র পুড়ে যাওয়ার কারণে তারা যে ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন তার কোন প্রমাণ-পত্র মিলছে না। এমতাবস্থায় বয়সের সার্টিফিকেট দাখিল তাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। ঐ সমস্ত কর্মচারী মনগড়া ঠিকুজী করিয়ে পুরসভায় জমা দিচ্ছেন। পুরকর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী তাদের সারভিস বই খোলার চেষ্টা করছেন। এদিকে সারভিস বই অদলবদলের ঘটনা নিয়ে পুরসভারই এক শ্রেণীর কর্মচারী বেশ ক্ষুব্ধ। তাঁরা সমস্ত ঘটনা প্রাক্তন ও বর্তমানের দুই পুরপতি হরিপ্রসাদ মুখার্জি ও মৃগাংক ভট্টাচার্যকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই এ ব্যাপারে কারও বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি। উপরন্তু তাঁরা উভয়েই ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন বলে খবর। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য আমাদের সংগ্রহে আপাততঃ রাখা হয়েছে। চেষ্টা চলেছে 'কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করার'।

সি পি এমে ধস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আগেই দলত্যাগ করবেন। দলত্যাগীরা অবশ্য এখনও কোন্ দলে যোগ দেবেন সে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি। এদিকে ধুলিয়ান সি পি এমে ভাঙ্গন এখনও অব্যাহত আছে। ৫ জানুয়ারী নিমতিতা ও অরঙ্গাবাদ অঞ্চলের প্রায় ৪০ জন সি পি এম নেতা ও কর্মী দল ছেড়ে ফঃ ব্লকে যোগ দিয়েছেন। দলত্যাগীদের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শরদিন্দু ত্রিবেদী, নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান ফণি দাস, পঞ্চায়েত সদস্য কর্ণ দাস, কৃষকসভার সম্পাদক বলরাম দাস প্রমুখ রয়েছেন। ফঃ ব্লকের নিমতিতা অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলত্যাগীদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। এক বিবৃতিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, সি পি এমের নেতারা জনগণের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের আখের ও পার্টি ফাণ্ড বাড়িয়েছেন।

টেলিফোনে নৈরাজ্যের দায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রাহকেরা যে সব 'বিল' পাচ্ছেন তা ত্রুটিমুক্ত করার ব্যাপারে স্থানীয় এক্স-চেঞ্জ কর্মীরা অসহযোগিতা প্রকাশ করেছেন। এদিকে বসুমতী পত্রিকার সাংবাদিক বিমান হাজরা জানিয়েছেন, ভূতুড়ে বিল পাওয়ার ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ এক্স.চেঞ্জ কর্মীরা জড়িত কিনা সে ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিতভাবে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেননি। তাঁর মূল অভিযোগ বহরমপুর এ্যাকাউন্টস্ অফিসের বিরুদ্ধে। শ্রীহাজরার মতে এক্সচেঞ্জ কর্মীরা প্রায় সকলেই তাঁর পরিচিত। কাজেই তাঁর ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জের কোন কর্মচারী অসততা করবেন এ প্রশ্ন অবান্তর।

শ্রমিক মিছিল আক্রান্ত, সংঘর্ষ

অরঙ্গাবাদঃ রবিবার সুতী থানার বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামে বিড়ি শ্রমিকদের একটি মিছিলের উপর ঢিল-পাটকেল পড়া নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধলে বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হন। ন্যূনতম মজুরীর দাবীতে শ্রমিকেরা ঐ দিন মিছিল বের করেন। গত দু'মাস ধরে শ্রমিকেরা ঐ গ্রামে দাবী আদায়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন। ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বামপন্থী দলগুলির এক সর্বদলীয় কমিটি। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মালিকেরা বিড়ি কারখানা-গুলি বন্ধ করে দিয়েছেন। এবং শ্রমিকদের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-আলোচনায় বসতে রাজী হচ্ছেন না। এ নিয়ে গ্রামে বেশ উত্তেজনা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও রবিবারে সংঘর্ষের খবর পেয়েও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ এসেছে।

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আবশ্যক

দশ হাজার বা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যাবিশিষ্ট প্রতি শহরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের হোম ডেলিভারী ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর্স শীঘ্রই খুলিতেছে। তাহার জন্য ম্যাট্রিকুলেট কাউণ্টার সেলসম্যান এবং ফিল্ড্ সেলসম্যান আবশ্যক।

বেতন—৫০০ টাকা এবং সরকারী নিয়মানুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি।

পাঞ্জাব সেভিংস প্রাঃ লিঃ

রোহিত হাউস, একতলা

৩ টলষ্টয় মার্গ, নয়াদিল্লী—১১০০০১

ফোন : ৭৪১১৫০, ৭১৭৮২৭, ৩৮৫৬১৬, ৩৮১১১৬

গ্রাম : সারভিস ফাইন, টেলেক্স : ৫০৩২ NDOS IN

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।